যুগান্তর

12 OCT 2013

পুলের ১৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক গভীর উৎকণ্ঠায়

১৪ মাসেও নিয়োগ পাননি না তারা

মুশতাক আহমদ

গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ১৫ সহস্রাধিক প্রার্থীর। প্রায় ১৪ মাস আগে তাদের নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হিসেবে ঘোষণা হয়। সে অনুযায়ী তারা প্রত্যেক উপজেলায় 'শিক্ষক পুলে' নিয়োজিত হবেন। কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত পুল এখনও গঠিত হয়নি। ফলে মেলেনি বহুল প্রত্যাশিত চাকরিতে যোগদানের সুযোগও।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নানা ধরনের ছুটির কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অনুপস্থিতির সংখ্যা বাড়ছেই। এ কারণে শিক্ষা কার্যক্রমও বিঘ্নিত হচ্ছে। বিষয়টি জানতে পেরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য 'শিক্ষক পুল' গঠনের ঘোষণা দেন। সেই অনুযায়ী একটি নিয়োগ পরীক্ষা থেকে ১৫ হাজার ১৯ জনকে মনোনীতও করা হয়। কোনো ধরনের আইন, বিধিমালা বা নীতিমালা না করেই সরকার ওই পুলটি গঠন করে। এরপর এটি আইনি ভিত্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় এক ধরনের জটিলতায় পড়ে যান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। যে কারণে এ নিয়ে শুরু হয়ে যায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। তবে এরপরও বিষয়টি

উৎকণ্ঠায় : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

উৎকণ্ঠায় : প্রাথমিক শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিষ্পত্তিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বহুমুখী প্রস্তাবনা ও পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু বারবারই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আপত্তির মুখে বিষয়টি আর আলোর মুখ দেখছে না। সংশ্লিষ্টরা জানান, পুল গঠনের দৃষ্টান্ত না থাকা, বিষয়টি নির্বাচিত প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ-সমস্যা এবং বিদ্যালয়গুলোরও বাস্তব প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পুলের পরিবর্তে ১০ ভাগ 'লিভ রিজার্ভ' (ছুটি জনিত সংরক্ষণ) পদ সৃষ্টির একটি প্রস্তাবনা পাঠানো হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। এ প্রস্তাবনার সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ও একমত পোষণ করে অনুমোদন দেয়। কিন্তু ক্যাডার সার্ভিসের বাইরে এ ধরনের রিজার্ভ পদ সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। এরপর ওই প্রস্তাবনা ফেরত আসে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব (ভারপ্রাপ্ত) কাজী আখতার হোসেন যুগান্তরকে জানান, এরপর তারা শুধু 'শিক্ষক পুল' গঠনের বিষয়টি সামনে রেখেই অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠান। তাতে ৬ মাসের জন্য পুল গঠন এবং পুলের মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের শূন্যপদে ফিরে যাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তার প্রত্যাশা, শিক্ষক পুল নিয়ে এবার আর কোনো জটিলতা তৈরি হবে না এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের সাময়িকভাবে হলেও যোগদানের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

এদিকে পুলভুক্ত প্রার্থীরা আগামী এক মাসের মধ্যে নিয়োগ দাবিতে ইতিমধ্যে আলটিমেটাম দিয়েছেন। গত ৮ অক্টোবর তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে পুলভুক্ত শিক্ষকদের পক্ষে শামীম রেজা জানান, এক মাসের মধ্যে নিয়োগ দেয়া না হলে তারা আন্দোলনে যাবেন। তিনি আরও বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারের ভালো কাজকে সফল হতে দিচ্ছে না। যে কারণে তাদের অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তবে এবারকার প্রস্তাবনায় দ্বিমত পোষণ না করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, মাতৃত্বকালীন, হজ, তীর্থযাত্রা, অসুস্থতাসহ শিক্ষকদের নানা ধরনের ছুটির কারণে প্রায় প্রতিদিনই দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট তৈরি হয়। এর বাইরে মৃত্যুসহ অন্যান্য কারণেও শিক্ষকের পদ শূন্য হচ্ছে। আর এই অনুপস্থিতি ও শূন্যতার কারণে বিদ্যালয়ে পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে। তাই 'শিক্ষক পুল' গঠন করে পুল থেকে বিদ্যালয়গুলোতে এই শূন্যতা পূরণের উদ্যোগ নেয় সরকার।

জানা গেছে, প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলা বা থানায় পুল গঠিত হবে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই কেবল পুলে নিয়োগের জন্য মনোনীত হবেন। পুলের শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট থানা বা উপজেলার বাইরে বিবেচিত হবে না। পুলভুক্ত শিক্ষকরা আপাতত ছয় হাজার টাকা করে মাসোহারা পাবেন। এসব শিক্ষককে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলায় নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও জেলায় এডিসির নেতৃত্বে তিন সদস্যের ব্যবস্থাপনা গঠিত হবে। বিদ্যালয়ে সংযুক্তির পর পুলভুক্তরা প্রধান শিক্ষকের নির্দেশনায় চলবেন। নিয়োগের সময়ে পুলভুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি হবে। তারা সরকারি ছুটি ছাড়া অন্য কোনো ছুটি পালন করতে পারবেন না। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত হলে মাসোহারা থেকে অর্থ কাটা যাবে। পুলভুক্ত শিক্ষকদের অবশ্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত তারা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবেন না।

উল্লেখ্য, এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় হয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট ফাইলে স্বাক্ষর করেন। এরপর গত বছরের ১৪ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফলে 'শিক্ষক পুল' গঠনের জন্য ১৫ হাজার ১৯ জনকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে সুপারিশ করা হয়। এর বাইরে ১২ হাজার ৭০১ জনকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

বর্তমানে ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৮০ হাজার সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। আর জাতীয়করণের পর আরও প্রায় ২৬ হাজার বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষকও যুক্ত হয়েছেন এ তালিকায়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে আরও বাড়বে।